ফ্রয়েড : সাহিত্যে অচলায়তনের বিনির্মাতা

তপোধীর ভট্টাচার্য

'Knowledge is an attitude, a passion. Actually an illicit attitude. For the compulsion to know is just like dipsomania, erotomania and power mania, in producing a character that is out of balance. It is not at all true that the scientist goes out after truth. It is out after him. It is something he suffers from.'

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক মুসিল-এর 'The man without qualities' শীর্ষক বয়ানের এই স্মরণীয় মন্তব্যটি মনে পড়ল সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মৌলিক উদ্ভাবনী ভাবনার পুনর্বিবেচনা করতে গিয়ে। মনোবিকলনবাদের অমর স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বখ্যাত এই চিন্তাবিদের বিস্ময়কর উদয়, সাময়িক অস্তযাত্রা এবং পুনরুদয় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁকে ঘিরে বিতর্কের ঝড় যতই বয়ে যাক, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে তাঁর চিন্তা-পদ্ধতির প্রথম প্রকাশ-মুহূর্ত ছিল বিস্ফোরণের মতোই চকিত ও অনস্বীকার্য। আরও অনেক চিন্তা-প্রস্থানের মতো সাহিত্য ও শিল্পকলা তাঁর আবির্ভাবের পরে আর আগের মতো রইল না। ইতিহাসের নিয়মে যেসব পরিবর্তন অনিবার্য, তাদের অভিঘাত সত্ত্বেও উনিশ শতকের অন্তিম বছর পর্যন্ত মানুষের বিশ্ববীক্ষা—কী সাহিত্যে, কী শিল্পভাবনায়, কী সমাজ চিন্তায়—ছিল নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের মতো। সেই প্রবাহে প্রকৃত ছেদ এনে দিয়েছিল সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের যুগান্তকারী চিন্তা-পদ্ধতি।

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে মুসিলের প্রাগুক্ত বাচন অনুযায়ী জ্ঞানের নতুন দিগন্ত অধিকার করাটা ফ্রয়েডের কাছে ছিল তীব্র আবেগ-সংরাগের মতো। যেন বাধ্যতামূলক ভাবেই তিনি চেতনার প্রকৃত স্বরূপ আড়াল করে রাখা অদৃশ্য যবনিকা উত্তোলন করেছিলেন। যে-সত্য প্রচলিত সমস্ত অভ্যাসের বিপ্রতীপে গিয়ে অচলায়তনের পাথর খসিয়ে দেয়, সেই সত্যের আবিষ্কারে ব্যাহত হওয়ার পরে নবার্জিত সত্যই যেন তাঁকে সঞ্চালিত করেছে। যেন অস্তিত্ব-সংলগ্ন নিরাময়-বিহীন ব্যাধির মতো সত্য তাঁকে অধিকার করেছিল। পরবর্তীকালে বিতর্কের যত আঁধি তাঁকে ঘিরে থাকুক না কেন, নবীন প্রজন্মের কবি-শিল্পী-চিন্তাবিদদের কাছে তাঁর এই সত্যান্বেষণের অপরিমেয় সম্ভাবনাই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। ইউরোপের সাহিত্য ও শিল্পকলাই নয় কেবল, নানাবিধ তত্ত্ব-চিন্তায় সঞ্চারিত হল তাঁর উপস্থিতি। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও তাঁর পরিগ্রহণ বিশ শতক থেকে নানাভাবে সত্য হয়ে উঠেছে।

যে-কোনো আলোচনার প্রস্তাবনা করার আগে মনে রাখতে হয় একথা যে ফ্রয়েডের জীবন-ব্যাপ্ত পরিশীলনের নির্যাস সীমিত পরিসরের প্রতিবেদনে ধারণ করা দুরূহই নয় কেবল, অসম্ভবও। বিভিন্ন ভাবনা-প্রস্থানের অনুগামী উত্তরসূরিদের প্রতিপ্রশ্নে নানাভাবে পরীক্ষিত ও পুনঃ-পরীক্ষিত হয়েছে তাঁর ভাবনাপদ্ধতি। সবটাই স্বীকৃতি ছিল না, প্রত্যাখ্যানও ছিল অনেক। বস্তুত প্রত্যাখ্যান একসময় এত জোরালো হয়ে উঠেছিল যে বৌদ্ধিক জগতে ফ্রয়েড যেন ঝাপসা ও সুদূর হিসেবে প্রতিপন্ন হচ্ছিলেন। কিন্তু জাক লাকাঁর মতো ধীমান চিন্তাবিদের পুনর্বিশ্লেষণে যেন নতুন তাৎপর্যে পুনর্বাসন হলো ফ্রয়েডের। তবে একথা অনস্বীকার্য যে পাঠক সাধারণের কাছে ফ্রয়েড মানে অবচেতনের উদ্‌গাতা, মনোবিকলনবাদের স্থপতি, স্বপ্নের নিষ্কর্ষ সন্ধানের ভগীরথ এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি-সাহিত্য অনুশীলনে যথার্থ আধুনিকতার নকিব। তাঁর বহুমাত্রিক অভিভবে আকাঙ্ক্ষার ভাষা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছে উত্তর-প্রজন্মগুলি। মনোবিকলনবাদের সঙ্গে সাহিত্যতত্ত্বের সম্পর্ক কত নিবিড় ও সুদূরপ্রসারী, তা আমরা অনুধাবন করেছি। বুঝতে চেয়েছি সমালোচনা সাহিত্যের তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিকাশে তার ভূমিকা কতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনবাদের সাহায্যে কোনো বিশিষ্ট উচ্চারণের সঞ্চালক প্রেরণার নতুন ব্যাখ্যা পাই ভাষার উপস্থাপনায় এবং ভাষানির্ভর মিথষ্ক্রিয়ায় আকাঙ্ক্ষার বহুমুখী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ফ্রয়েডই অবহিত করেছেন আমাদের। যেহেতু আকাঙ্ক্ষার ভাষা স্পষ্টভাবে নিজেকে ব্যক্ত করে না, তার প্রকাশের ধরন অনুসরণ করাটা অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যাহ্বান হয়ে ওঠে।

অস্তিত্ববাদী ভাবুক কিয়ের্কেগার্দ বিখ্যাত 'Either or' বইতে উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে লিখেছিলেন, 'He does not have a stable existence at all, but he hurries in a perpetual vanishing!' আর, ছয় দশকের ব্যবধানে প্রাজ্ঞ উত্তরসূরি ফ্রয়েডের চিন্তাপদ্ধতিতে যেন সত্য হয়ে উঠল এই উচ্চারণ যিনি আমাদের যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের বোধে তুমুল বিনির্মাণ ঘটিয়ে দেখালেন, সমস্তই অন্তহীনভাবে বিলীয়মান এবং নিয়ত অনিশ্চিত। ফলে মনোযোগ উপশমের প্রক্রিয়াতেই কেবল নতুন পদ্ধতি সীমিত থাকল না, শিল্পকলায়-সাহিত্যে-সমাজবিদ্যায়-ইতিহাস চর্চায়-দর্শনে অভাবিতপূর্ব সম্ভাবনা-প্রতিপ্রশ্ন-সংশয়-প্রতিস্পর্ধা ক্ষেত্রও উন্মোচিত হলো। The Interpretation of Dreams (1900), The Psychopathology of Everyday Life (১৯০১) এবং 'Jokes and their relation to the unconscious' (১৯০৫) : এই তিনটি প্রতিবেদনে ফ্রয়েড 'অবচেতন' এর ধারণা উত্থাপন করেছিলেন। উনিশ শতকীয় বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ যেন এদের মধ্যে ঘোষিত হলো। আমাদের স্বপ্নে, স্মৃতিতে, বিস্মৃতিতে, ভ্রান্তস্মৃতিতে, বাচন বা লিখনের হঠাৎ-বিচ্যুতিতে, বাচনিক বা ব্যবহারিক মুদ্রাদোষে, রসিকতায় অবচেতনের উপস্থিতি অনুভব-গম্য। যতখানি প্রকাশে ততটুকু অপ্রকাশে। এই অপ্রকাশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে নিগূঢ় অবদমনের ভার যা কার্যত অনিঃশেষ। অবচেতনের গহন গুহায় প্রচ্ছন্ন অন্তহীন অনুষঙ্গ প্রাক্-চেতন ও সচেতন স্তরে সুযোগ পাওয়া মাত্র উঠে আসতে চায়।

ফ্রয়েডের মনোবিকলন বা মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি যে সাহিত্য ও শিল্পকলার পক্ষে অজ্ঞাতপূর্ব তাৎপর্যের সম্ভাবনা সূচিত করতে যাচ্ছে, এ সম্পর্কে সমকালীন চিন্তাবিদদের মধ্যে দ্বিধা ছিল না—এমন নয়। যৌনতার সূক্ষ্ম সংরাগ সাহিত্য ও চিত্রকলার বিবিধ অনুষঙ্গে কীভাবে ব্যক্ত হতে পারে, তা অবশ্য পরবর্তী দিনগুলিতেই স্পষ্টতর হয়ে উঠল। এখানে শুধু লক্ষ্য করতে পারি ফ্রয়েডের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে ঘনিষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক আলফ্রেড ভন বারগার এর 'সার্জারি অফ দ্য সোল' শীর্ষক প্রবন্ধটি। ভিয়েনার এই সাহিত্য সমালোচক ব্রয়ারের সঙ্গে ফ্রয়েডের যৌথভাবে রচিত 'স্টাডিস অন হিস্টিরিয়া' প্রকাশের অব্যবহিত পরেই তাঁর প্রবন্ধ "Seclenchirurgie" (Soul surgery) প্রকাশ করেন ১৮৯৫ সালেই।[১] তাঁর ভূমিকার গুরুত্ব ঐতিহাসিক কেননা সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে তিনিই প্রথম ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের আলোয় সাহিত্যিক পাঠকৃতি অনুশীলন করেছিলেন। মানব-মনের অনধিগম্য পরিসরও যে এই পদ্ধতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে, এ সম্পর্কে তিনি ছিলেন স্থির নিশ্চিত। বস্তুত কবিতার ভুবন যেহেতু মূলত চিহ্নের ভুবন, প্রকৃত কবি মাত্রেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চেতনার নানা অলিন্দে পরিক্রমা করেন। বিবরণমূলক শব্দ চেতনার অন্তরালবর্তী কুহেলির সংস্পর্শেই দ্যোতনা-গর্ভ চিহ্ন হয়ে ওঠে। বারগার ও ফ্রয়েড এর যুগ্ম চেষ্টায় প্রথম এই সংকেত পাওয়া যায় যে ঔপন্যাসিকের কল্পনা কুশীলবদের মানসিক প্রবণতা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নির্মাণ করতে গিয়ে মনস্তত্ত্বের অপার সম্ভাবনার ক্ষেত্রটিকেই কর্ষণ করে। কবি-নাট্যকার শেক্সপীয়র যখন লেডি ম্যাকবেথের সত্তার বিচূর্ণায়ন উপস্থাপিত করেন, তাতে মনঃসমীক্ষণ থেকে অর্জিত চিন্তাবীজেরই সমর্থন পাওয়া যায়। নিজস্ব গবেষণা-সূচনার পর্যায় থেকেই ফ্রয়েড যে তাঁর অন্বিষ্ট বিষয়ের সাহিত্যিক অভিব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তা তিনি নিজেই জানিয়ে গেছেন।

ফ্রয়েড তাঁর মনোবিকলন তত্ত্বের বিভিন্ন অনুষঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যেমন স্বপ্ন-বিশ্লেষণের ওপরে জোর দিয়েছেন তেমনি লোকজীবনের আচার-পদ্ধতি, প্রবাদ, প্রত্নকথা ও কিংবদন্তি ব্যবহারে করেছেন। তবে বিশ্ব সাহিত্যের অসামান্য কিছু পাঠকৃতির সাহায্যে আপন তত্ত্বকে বিশদ করেছেন বলে সাহিত্য-সমালোচনাও যেন এর পর থেকে পুরোপুরি নতুন খাতে বয়ে যেতে লাগল। শেক্সপীয়রের নাটকের বিভিন্ন অনুষঙ্গ নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করার যে অভিনব পথ নির্দেশ করলেন ফ্রয়েড, তাতে এই বোধ প্রবলতর হয়ে উঠল যে দেখারও অজস্র ধরন রয়েছে। দৃষ্টির উদ্ভাসনী বহুত্ব সম্পর্কে উত্তরসূরিদের সচেতন করে তোলাই ফ্রয়েডের অন্যতম মৌলিক অবদান। সোফোক্লিসের অসামান্য নাটক 'ইডিপাস রেক্স' বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হল যে 'ঈডিপাস গূঢ়ৈষা' (complex) নামক চিন্তাবীজ,

---

১. এই প্রবন্ধে, যেটি ভিয়েনায় এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, বারগার ফ্রয়েডের এই নবীন চিকিৎস-পদ্ধতি প্রভূত প্রশংসা করে বলেছিলেন যে এটি দেহের নয়, মনের চিকিৎসা। (সম্পাদক)

পরবর্তী কালে তার অপ্রতিহত প্রভাব সর্বত্র দেখা গেল। মানুষের মনে যে কত অতলান্ত রহস্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে, সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের দ্রষ্টা চক্ষুতেই কেবল সেই সত্য উদ্‌ভাসিত হয়। ঈডিপাস যে নিজের বাবাকে হত্যা করে তার স্থান দখল করে নিয়েছে, এই বিষয়টি গভীরভাবে প্রতীকী। এতো কেবল রাজকীয় ক্ষমতা দখল করা নয়, জন্মদাত্রী মাকেও নিজের শরীরী অধিকারে আনা। ঈডিপাস যে তার মা জোকাস্টার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছে, এই তথ্য ফ্রয়েডের তত্ত্ব ভাবনার আধার শিলা। শৈশবের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা বয়স্কবেলার অবচেতনে নতুন শক্তি অর্জন করে তির্যকভাবে নিজেকে ব্যক্ত করে। সাধারণভাবে যা দৈব নিয়তি হিসেবে বিবেচিত হয়, তা আসলে নির্জ্ঞানের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ জনিত জটিলতার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। আপন অপরাধ যখন ঈডিপাসের কাছে স্পষ্ট হল, সে বিনা দ্বিধায় কৃতকর্মের শাস্তি নিজেকে দেওয়ার জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। একদিকে নির্জ্ঞানের নিগূঢ় প্রবর্তনায় ভয়ঙ্কর অপরাধে প্রবৃত্ত হওয়া এবং অন্য দিকে সেই অপরাধের শাস্তিকে নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া: 'ঈডিপাস রেক্স' নাটকের এই অন্যতম মৌল পরাপাঠ ফ্রয়েডের অপূর্ব বিশ্লেষণে নতুন তাৎপর্যে ব্যক্ত হল। ফলে গ্রিক নাট্যধারার আলোচনাও সম্পূর্ণ নতুন মাত্রায় উন্নীত হল।

ঈডিপাস গূঢ়ৈষার বহুমাত্রিক বিচ্ছুরণ নানা দেশের নানা কালের সাহিত্যে পুরোপুরি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ফ্রয়েডের প্রভাবে সাহিত্য সমালোচনাও নতুন জগতের খোঁজ পেয়েছে। পাঠকেরা বুঝতে পেরেছেন যে সৃষ্টির প্রেরণা কেবলমাত্র সতেচন মনকেই উদ্বুদ্ধ করে না। চেতনার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বিপুল অবচেতনের পরিসর যার নিজস্ব আকরণ রয়েছে এবং রয়েছে প্রায়োগিক অভিব্যক্তির বিচিত্র সব ধরন। ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু কিছু দ্বিধা ও সংশয় সত্ত্বেও সাহিত্যতত্ত্ব-দর্শন-সমাজতত্ত্ব—ইতিহাস-চর্চা—শিল্পকলার বিভিন্ন প্রশাখা তার যুগান্তকারী প্রভাব আত্মীকৃত করে প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। বাদা ও পরাবাস্তববাদী আন্দোলন ঐ সার্বিক আলোড়নেরই বিশিষ্ট ফসল। বিশ শতকে ইউরোপের সাহিত্যক্ষেত্রে যত আন্দোলন দেখা গেছে এবং কবিতায় কথাসাহিত্যে নাটকে দেখা গেছে অভিনবত্বের অজস্র অভিব্যক্তি— সেই সব কিছুর মূলেই রয়েছে ফ্রয়েডীয় চিন্তা-পদ্ধতি। মনঃসমীক্ষণের নিজস্ব পরিভাষা নির্মাণে ফ্রয়েড যেমন সোফোক্লিসের 'ঈডিপাস রেক্স' নাটকের সাহায্য নিয়েছেন, তেমনি শেক্সপীয়রের পৃথিবী-বিখ্যাত নাটক 'হ্যামলেট'ও অবচেতন-তত্ত্ব নির্মাণে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

পিতৃহত্যার ঘটনা বহুমাত্রিক ভাববীজ হিসেবে হ্যামলেটে উপস্থিত। হ্যামলেটের কাকা ছিল তার বাবার গুপ্ত-ঘাতক। এবং, এই হত্যার পেছনেও রয়েছে হ্যামলেটের মায়ের প্রতি তার কাকার তীব্র যৌন সংরাগ। নিজের অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্যই ক্লডিয়াস রাজা অর্থাৎ হ্যামলেটের বাবাকে হত্যা করে রাণীকে অধিকার করে নিয়েছে। গ্রিক মননে রাজহত্যা গর্হিত অপরাধ। ঈডিপাসের ক্ষেত্রে রাজহত্যা ছিল যুগপৎ পিতৃহত্যাও এবং সেই সঙ্গে মায়ের শয্যাকে কলঙ্কিত করার গর্হিত অপরাধও তাতে যুক্ত

হয়েছিল। 'হ্যামলেট' নাটকে এই কথাবীজ সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু অপরাধ ও শাস্তির অনিবার্যতা একই রকম অব্যর্থ রয়ে গেছে। অপরাধের পেছনে নানাভাবে সক্রিয় থাকে অবচেতনের জটিলতা। এবং সবকিছু অতিক্রম করে দেখা দেয় দুর্নিবার নিয়তি হিসেবে শাস্তি। হ্যামলেট মন্তব্য করেছিল, 'Thus conscience does make cowards of us all/and thus the native hue of resolution/is sicklied over with the pale cast of thought.' কোন বিবেকের কথা ভেবেছে হ্যামলেট যা আনে শুধু ভীরুতা! কোন্ চিন্তার রুগ্ন ছায়া সব কাজের ইচ্ছার গতি ও রং শুষে নেয়? হ্যামলেটের হাতে প্রথমে পোলোনিয়াস এবং পরে তার ছেলে লেয়ারটেসের হত্যা, যেন নিয়তি-তাড়িত হয়েই, দুর্নিবার ভাবে ঘটে যায়। পাশাপাশি পিতার প্রেতের কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও হ্যামলেট তার বাবার ঘাতক ও মায়ের দখলদার কাকাকে শাস্তি দেওয়ার কর্তব্য থেকে কেবলই স্খলিত হয়ে যায়? অন্যদিকে প্রেমিকা ওফেলিয়ার মনোরোগ ও তার অকাল মৃত্যু অবচেতনে উপস্থিত যৌন সংরাগের নিয়ামক তাড়নার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গ আপাতত এই পর্যন্ত।

তিন

ফ্রয়েড ভেবেছিলেন শৈশবে পিতার মৃত্যু-জনিত স্মৃতি শেক্সপীয়রকে আলোড়িত করেছিল বলেই তিনি হ্যামলেট নাটকটি লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। শেক্সপীয়রের ছেলের নাম ছিল হ্যামনেট; অকাল-প্রয়াত হ্যামনেটের সঙ্গে রাজপুত্র হ্যামলেটের নাম-সাদৃশ্য খুবই লক্ষণীয়—ফ্রয়েড সে-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বস্তুত ফ্রয়েড 'ম্যাকবেথ' নাটকের ভাববীজ বা 'ওথেলো' নাটকের কিছু কিছু অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর তত্ত্বায়নের ক্ষেত্রকে অনেকখানি প্রসারিত করেছেন। তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করে বুঝতে পারি, আপাতভাবে তুচ্ছ কোনও অনুপুঙ্খও কোনও অবচেতন প্রবণতার দ্যোতক হিসেবে গৃহীত হতে পারে (যেমন ডেসডিমোনার রুমাল হারানো)। আসলে তিনি এই মৌলিক বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে একজন প্রাজ্ঞ মনঃসমীক্ষক এবং একজন সৃষ্টিশীল শিল্পীর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও অবচেতনের উদ্ভাসন ব্যক্ত করার মধ্যে এঁরা পরস্পরের সহযাত্রী হয়ে উঠতে পারেন। বস্তুত ফ্রয়েডীয় ভাবনার সূত্রে জেমস জয়েস প্রবর্তিত চেতনা-প্রবাহ রীতি চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। একই কথা প্রযোজ্য ভার্জিনিয়া উলফ্, টমাস মান, ফ্রানৎস্ কাফকা প্রমুখ অসামান্য সাহিত্য স্রষ্টার শিল্পকৃতি সম্পর্কেও। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ডস্তয়েভস্কির জীবনের অন্তপর্বে রচিত উপন্যাস 'দ্য ব্রাদার্স কারমাজোভ' আলোচনায়ও ফ্রয়েড লেখকের পিতার শোচনীয় অপমৃত্যুর সঙ্গে উপন্যাসে চিত্রিত পিতৃহত্যার ঘটনার গভীর মনস্তাত্ত্বিক সাযুজ্যের কথা উত্থাপন করেছেন। ঈডিপাস গূঢ়ৈষার অভিব্যক্তি অবশ্য এই উপন্যাসে সরাসরি নয়। নায়ক নিজে হত্যাকারী নয়; তার বাবার বিবাহ-বহির্ভূত সন্তান স্মেরডিয়াকেভ হত্যার জন্য দায়ী। তবে অপরাধের দায়ভার তার ভাইই মেনে নিয়েছে। ফ্রয়েডীয় ভাবানুষঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত পাপবোধ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ কথাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয়।

সোফোক্লিসের সময় থেকেই পিতৃসত্তাকে মুছে ফেলার যে নিগূঢ় তাগিদটি নানাভাবে সাহিত্যিক অভিব্যক্তি পেতে শুরু করে, ডস্টয়েভস্কির 'ব্রাদার্স কারমাজোভ' উপন্যাসেও তারই নানা মাত্রিক বিস্তার ঘটেছে। সুদীর্ঘ এই উপন্যাসের প্রারম্ভিক অধ্যায়গুলিতেই দেখি ডিমিত্রি তার বাবাকে হত্যা করতে প্রস্তুত। সে যে এ অপরাধ করেনি তাও নেহাত যথেষ্ট সুযোগ পায়নি বলে। হত্যা করলেও তার মনে তখন অন্তত কোনও অপরাধবোধ থাকত না কেননা তার বাবা খুবই নষ্ট চরিত্রের মানুষ। কিন্তু সেও এই তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলে : 'I did not murder him but I am guilty because I wanted to kill and could have done so'! অর্থাৎ পিতাকে হত্যা করার ইচ্ছা যে পাপ, এ সম্পর্কে তার মন সচেতন যদিও অবচেতনে রয়েছে বিপুল জিঘাংসা। অন্যদিকে ঘাতক স্মেরডিয়াকোভ যদিও বাইরে কোনও অনুতাপ দেখায়নি, শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করেছে। ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুরতম ইভান এই হত্যায় ছিল পরোক্ষ সহযোগী। কনিষ্ঠ আলিয়োসা সচেতন ও অবচেতন মনের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত কিন্তু সে কিছুই করতে পারে না। ডিমিত্রি সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়। আর আলিয়োসা যেন অন্যদের পাপ ও যন্ত্রনার ভার একাই বহন করে। ভারতীয় প্রত্নকথার রত্নাকর-এর পাপের শরিক কারোর না হওয়া রয়েছে এর বিপ্রতীপে। স্বল্প পরিসরে এর বেশি বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না। আপাতত সমালোচক ইউরি সেলেৎস্‌নেভ-এর একটি চমৎকার মন্তব্য উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গে শেষ করছি : 'God and Satan, good and evil, truth and untruth wage an irreconciliable struggle in all spheres of Dostoyevsky's world — from the metaphysical to the concretely mundane and at all levels, from the compositional structure of the novel to the symbolism in its language.' (১৯৮০ : ৬৭৮)।

সাহিত্যে হনন ও আত্মহননের যত বিচিত্র অভিব্যক্তি যুগে যুগে ঘটেছে, ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের উদ্ভাসন তাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে আশ্চর্য বহুমাত্রিকতায় আমাদের কাছে উত্থাপিত করেছে। এখন আমরা জেনেছি যে থানাটোস বা মৃত্যুর প্রবৃত্তি খুবই মৌলিক। এই মৃত্যু-চেতনার সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি উদ্ভূত আরও কত প্রবণতা যে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে, ফ্রয়েডীয় চিন্তার অনুষঙ্গে সেইসব স্পষ্ট হয়েছে। অবচেতনের গভীরে প্রচ্ছন্ন বিভিন্ন বোধ কত বিচিত্রভাবে ব্যক্ত হতে পারে, নানা যুগের সাহিত্যে তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। শেক্সপীয়রের ম্যাকব্যাথ বা ইবসেনের রোজমেরশোল্‌ম্‌ নাটকের ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ পরবর্তী সাহিত্যকৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক হয়েছে বলেই যৌন বিকার, বাতিকগ্রস্ততা, অপরাধবোধ, পাগলামি, স্বপ্ন ও কল্পনার অতিরেক ইত্যাদিকে পরবর্তীকালের পাঠকেরা অন্যভাবে দেখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। বিশ শতকীয় আধুনিকতায় সমাজ ও সভ্যতার বাহ্যিক উৎকর্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অবদমনের প্রক্রিয়ার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। মানব-মানবীয় সম্পর্কের অজ্ঞাতপূর্ব জটিলতার বিন্যাসে পৃথিবী জুড়েই দেখা গেল পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার প্রভৃতি চির প্রচলিত দ্বৈততার আমূল বিনির্মাণ। একই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া ও মুহুর্মুহু ভূমিকম্পের

অভিঘাত দেখা গেল বাংলা উপন্যাসেও। অসম্পূর্ণ হলেও, কল্লোল গোষ্ঠীর কেউ কেউ ফ্রয়েডীয় চিন্তার পরিগ্রহণ শুরু করেছিলেন। তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ গুপ্তের কোনও কোনও উপন্যাসে পরস্পর ভিন্ন দুটি ধারায় ব্যক্ত হল। কিন্তু এই প্রসঙ্গও এই পর্যন্ত। মূল কথা হল, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব, অবচেতন ও অবদমন সম্পর্কিত প্রতীতি, স্বপ্ন-সমীক্ষণ প্রভৃতির সার্বিক অভিঘাতে পৃথিবীর চিন্তা জগতে প্রাক্-আধুনিক কালের অন্তিম অবশেষও বিলুপ্ত হল। বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও ফ্রয়েডীয় চিন্তা পদ্ধতি যে সর্বতোভাবে পৃথিবী জুড়ে মনন চর্চায় নতুন নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিয়েছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই কোনও।

ফ্রয়েডীয় ভাবনা-পদ্ধতিতে অবচেতন যেন অক্ষয় তূণীর। ঈডিপাস গূঢ়েষা অবদমিত প্রবৃত্তি-প্রপঞ্চের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটাই একমাত্র কিংবা প্রধান বিবেচ্য নয়। কোনও ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার জন্যে তার অতীতের নিবিষ্ট অনুসন্ধান জরুরি—ফ্রয়েড আমাদের এই পাঠ দিয়েছেন। আবার কোনও ব্যক্তির নিজস্ব অতীত ও সামূহিক নির্জ্ঞানের অংশ হিসেবে প্রত্ন কথা—প্রত্নবিশ্বাস—কিংবদন্তি ইত্যাদির শরিক। এইজন্যে শৈশবের অস্ফুট প্রায় দিনগুলিতে পর্যবেক্ষকের বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকাতে হয়। মানব-বিকাশেরও রয়েছে বিভিন্ন প্রাক্-চেতনার স্তর, এদের অভিঘাত বয়স্কবেলায় যৌনতাবোধসহ বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষায় কীভাবে অভিব্যক্ত হয়, তা অনুশীলন করা জরুরি। এই উপলব্ধি ফ্রয়েডীয় চিন্তার অন্যতম আধারশিলা বলে ফ্রয়েড-উত্তর পর্বে-পর্বান্তরে সাহিত্য ও শিল্পকলার নির্মিতিতে নিরন্তর অজ্ঞাতপূর্ব পরিসর যুক্ত হয়েছে। বয়স্কবেলার স্মৃতিপটগুলির কত বিচিত্র ভাষ্য সম্ভব, ফ্রয়েডের চিন্তা সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি। জেম্‌স্ জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ প্রমুখ সাহিত্য স্রষ্টার সূত্রে চেতনা প্রবাহ রীতি সঞ্চারিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যেও। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—গোপাল হালদার—সতীনাথ ভাদুড়ি নন কেবল, ক্রমিক অভিঘাতের জটিলতাকে আত্মস্থ করে নতুন নতুন পরিসরে যে চেতনা ও অবচেতনার গ্রন্থনা প্রসারিত হয়েছে, এর প্রমাণ জীবনানন্দ দাশ-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-বিমল কর-অসীম রায়-শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়-নবারুণ ভট্টাচার্যদের আখ্যান-বিশ্বখচিত বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিক পর্যায়েও দেখতে পাচ্ছি।

চার

অবশ্য এ কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন যে ফ্রয়েডীয় চিন্তার ভাবাদর্শগত ভিত্তি এবং প্রতিভাবাদর্শ উদ্ভাবক নিষ্কর্ষ নিয়ে বাদ প্রতিবাদেরও শেষ নেই। এইসব বিসম্বাদ অবধারিতভাবে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফ্রয়েডকে উপলক্ষ করে মতাদর্শগত বিতর্কেরও শেষ নেই। বাখতিন/ভোলোশিনোভ **'Freudianism : A critique'** বইতে (১৯২৭-১৯৮৭) খুব স্পষ্ট ভাষায় এই মন্তব্য করেছিলেন যে মানুষের গোপন জীবনের ওপরে একদেশদর্শীভাবে গুরুত্ব আরোপ করে তার প্রকাশ্য সামাজিক জীবনকে অত্যন্ত গৌণ করে দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে মানুষের সাংস্কৃতিক রাজনীতি এবং ভাবাদর্শগত পরিসরে প্রাতিষ্ঠানিক ও

অপ্রাতিষ্ঠানিক শক্তির চিরাগত সংঘর্ষের সত্য : 'All periods of social decline and disintegration are characterised by over-estimation of the sexual in life and in ideology, and what is more, of the sexual in an extreme unidimensional conception, its a social aspect taken in isolation, is advanced to the *forefront*. The sexual aims at becoming a surrogate for the social. All human beings are divided above all into males and females. All the remaining subdivisions are held to be in essentials. Only those social relations that can be sexualised are meaningful and valuable. Everything else becomes null and void.' (পৃ. ৪৭)।

বাখতিন/ভোলোশিনোভের মূল আপত্তি এখানেই যে মানুষের জীবনে যৌনতার পরিসরকে চূড়ান্তভাবে একবাচনিক করে তুলেছেন ফ্রয়েড। যেন সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন যৌনতার যাবতীয় প্রতীতি। সামাজিক অস্তিত্বের প্রয়োজনকে শূন্যে মিলিয়ে দিয়ে যৌনতাই হয়ে ওঠে সর্বেসর্বা। সমস্ত মানুষই শুধুমাত্র নারী ও পুরুষ হিসেবে দুটি ভাগে বিভক্ত; যেন উৎপীড়ক ও উৎপীড়িত কিংবা সামাজিক ও অসামাজিক ইত্যাদি বিভাজন বাস্তবে নেই। যৌনতার নিরিখে যে সব সামাজিক সম্পর্ক বিচার্য, সেই সবই শুধু তাৎপর্যময় ও মূল্যবান; অন্য সব কিছুই শূন্যগর্ভ বুদ্বুদ। এই প্রতিপ্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে সমস্ত সরকারি অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক ভাবাদর্শ-নির্ভর পদ্ধতি-ই কি ফ্রয়েডের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? নিশ্চিত সামাজিক মূল্যমান ও শ্রেণিগত অভিজ্ঞানের মান্যতা প্রাপ্ত প্রেক্ষিত কি অবান্তর হতে পারে কখনও? কবিতা বা দর্শনের প্রগাঢ় চিহ্নায়িত উচ্চারণে কি শুধুমাত্র প্রচ্ছন্ন থাকে যৌনতার প্রতীকী অনুষঙ্গ? প্রতিটি বস্তু কি মানুষের দৃষ্টিতে শুধুই মেলে ধরে তার যৌনতার অভিভব, সামাজিক অনুষঙ্গ কি থেকে যায় অন্তরালে? বাখতিন/ভোলোশিনোভ দ্বিধাহীন উচ্চারণে জানিয়েছেন মনোজৈববিদ্যার বন্দীশালায় মুক্তি-পিপাসু মানুষ রুদ্ধ হতে পারে না কেননা 'Where the creative paths of history are close, there remain only the blind alleys of the individual 'livings out' of a life bereft of meaning.' (পৃ. ৪৮)

এইসব যুক্তি-সঙ্গত আপত্তি সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে প্রায়োগিক চিকিৎসাবিদ্যা সহ সাহিত্যের তত্ত্বায়ন ও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের ভূমিকা যুগান্তকারী। ফ্রয়েডীয় ভাবনার পরাপাঠ সম্পর্কে যত মতান্তরই থাকুক, তাঁর মৌলিক ভাববীজগুলোকে উপেক্ষা করতে পারেননি কেউই। চারুকলা ও সাহিত্যের বিবিধ প্রশাখায় সক্রিয় যে সৃজনী প্রবণতা, তা মানুষের অদিম প্রবত্তির সমুন্নীত ও পরিশীলিত রূপ। অভিসত্তা (Id) এর প্রবর্তনায় যেসব মানসিক শক্তি নানা রকম আততি তৈরি করে, তাদেরই মধ্যে ব্যক্ত হয় মানুষের প্রবৃত্তিগুলি যা মানুষের মনোজগতের উপর শারীরিক চাহিদার প্রতীকী প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। মানুষ তার জৈব অস্তিত্বের মধ্যে যেসব আবেগ ও অনুভূতি সক্রিয় হতে দেখে, সেইসব অভিসত্তা প্রণোদিত প্রবৃত্তিরই রকম-ফের। ফ্রয়েড জানিয়েছেন, Eros মানুষকে জীবন সংগঠনে উদ্বুদ্ধ করে এবং বিচিত্র ধরনের সম্পর্কের গ্রন্থনায় জীবনের প্রতিটি পরিসরে তার সামর্থ্যের প্রকাশ ঘটে। এই Eros এর সঞ্চালক মনোশক্তি, ফ্রয়েডের মতে,

লিবিডো বা কাম। স্পষ্টতই পৃথিবীর নানা দেশে নানা ভাষার সাহিত্যে আমারা লক্ষ্য করি এই লিবিডোর অমোঘ উপস্থিতি। ফ্রয়েড এছাড়া যে থনাটোসের কথা বলেছেন, তা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। মানুষের বিচিত্র সব প্রবৃত্তি সহজাত নাকি অর্জিত—এ বিষয়ে কূটবির্তকের অভাব নেই। এই নিবন্ধের পক্ষে অবশ্য তা প্রয়োজনীয় নয়। প্রাকৃতিক শক্তির মতো মানুষের প্রবৃত্তিও কখনও ধ্বংস হয় না, রূপান্তরিত হয় মাত্র।

ফ্রয়েড মানুষের চেতনাকে যেমন তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন তেমন মানব মনেরও আচরণগত বিভাজন করে অভিসত্তা (Id) অস্মিতা বা অহং (ego) ও অধিসত্তা (super ego) এর কথা উল্লেখ করেছেন। অভিসত্তার বিবেঁক বোধ থাকে না; তা চেতনার পূর্ববর্তী স্তর। আর, অস্মিতা বা অহং একবাচনিক ভাবে অবচেতন স্তরেই বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু অধিসত্তা বা super ego বহুবিধ দৃষ্টির অধিকারী হয়ে বিবেক ও নৈতিকতা বোধের জাগরণ ঘটাতে সক্ষম। অবচেতনের স্তরে অস্মিতা বা অহং বহির্বৃত বা অবদমিত আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। যা চাওয়া যায়, বাস্তবে তা পাওয়া যায় না বলেই ঐ স্তরেই প্রবর্তিত হয় স্বপ্ন। সাহিত্যে আমারা মূল্যবোধ সংক্রান্ত যত সংর্ঘষ ও সংকটের উপস্থাপনা দেখি, তা অস্মিত ও অধিসত্তার মীমাংসা-রহিত দ্বন্দ্বের ফসল। সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে না গিয়েও একথা নিশ্চয় লেখা যায়, সত্তার ত্রিবিধ স্তরে প্রতিফলিত প্রবৃত্তি ও অনুভবের চিত্রিত ছায়া শিল্প ও সাহিত্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে। এই সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে লিবিডো বা কামবৃত্তির মৌলিক ভূমিকা। এই সূত্রে এসেছে মনোবিকলনের নানা বিভঙ্গ, ঈডিপাস গূঢ়ৈষার প্রবণতা। ফ্রয়েডের প্রভাব তাই কার্যত সর্বগ্রাসী। ডি. এইচ. লরেন্স 'Manifesto' কবিতায় লিখেছিলেন:

'But Then come another hunger
Very deep and revening
The very body's body crying out.'

আর, বুদ্ধদেব বসুর নিম্নোদ্ধৃত কবিতার পঙক্তিগুলো তো সুবিদিত :

'বাসনার বক্ষ মাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমণী রমণ রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নীতি।'

এ প্রসঙ্গে জাক দেরিদার মন্তব্য মনে পড়ে : 'Writing is unthinkable without repression' (১৯৭৮ : ২২৬) কেননা সৃজনশীল লেখা আকাঙক্ষাকে যুগপৎ অবদমিত ও প্রকাশিত করে। ভাষা যত অনবরত স্বাতন্ত্র্যের নতুন পথরেখা নির্মাণ করে, ততই তাকে অবচেতনে লীন আকাঙক্ষার ওপর নির্ভর করতে হয়। আমরা যখন সাহিত্যিক প্রতিবেদনে তাৎপর্য নির্মাণ করি, প্রতিটি শব্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিবরণ ও দ্যোতনার সঙ্গে বহু উৎসজাত স্মৃতির সংকেতকে মান্যতা দিয়েও আমাদের বেশি আস্থা রাখতে হয় পার্থক্য-প্রতীতির বিচ্ছুরণে। ফ্রয়েডীয় চিন্তা-পদ্ধতি আমাদের শিখিয়েছে যে এই বিচ্ছুরণ শুধুমাত্র

সচেতনভাবে হয় না। বস্তুত অবচেতনের আলোছায়া ভাষার অন্তহীন সঞ্চরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়। উত্তরসূরী তাত্ত্বিকদের মধ্যে দেরিদা অবচেতনকে বিশুদ্ধ স্মৃতিরেখার বয়ন বলে ভেবেছেন। আর, জাক লাকাঁ অবচেতনকে ভাষার মতোই অজস্র আকরণে বিন্যস্ত বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ ভাষা নিজেকে সার্থকভাবে প্রকাশ করার জন্যেই এমন একটি প্রকরণ তৈরি করে নেয় যার সৃষ্টি অবচেতনে। কিংবা অবচেতনই বিশিষ্ট প্রকরণকে নির্মাণ করে। দু'জনই আসলে ফ্রয়েডের অবচেতন সম্পর্কিত ধ্রুপদী ধারণার বিনির্মাণ করে আলাদা আলাদাভাবে নতুন পর্যায়ের সাহিত্যকৃতির সম্ভাবনা ও উদ্ভাসনের অভিনব ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন।

পাঁচ

দেরিদা যখন বলেন, 'Freud performs for us the scene of writing' (১৯৭৮ : ২২৯), লেখাকে দৃশ্য-প্রপঞ্চ বলে ভেবে নেওয়ায় এবং লেখককে কোনও অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে দ্যোতিত করায় সৃষ্টির প্রক্রিয়া নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। লেখা আসলে রূপক ও চিহ্নায়নের বীজতলি; এই সত্য অবচেতন ও মনোবিকলনের নিয়ত নবায়মান পুনরাবিষ্কারের সূত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেন। আকরণোত্তরবাদী পর্যায়ে ফ্রয়েডও পুনঃপঠিত ও পুনর্বিশ্লেষিত হলেন। বিখ্যাত আলোচক হ্যারল্ড ব্লুমের কাছে ফ্রয়েড ছিলেন কবিদের মধ্যে সর্বোত্তম : 'The strongest of the poets' (১৯৮২ : ১৪৪)! স্পষ্টতই মনঃসমীক্ষক বৈজ্ঞানিকের আঙ্‌রাখা সরিয়ে দিয়ে ব্লুম খুঁজে নিয়েছেন 'সাহিত্যিক' ফ্রয়েডকে। এই সূত্রে পাঠকৃতির তাৎপর্য, লেখক সত্তা, অন্তর্বয়ন ইত্যাদি সম্পর্কে ব্লুম গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন, আকরণোত্তরবাদী তত্ত্বে লেখক-সত্তার অবসান ঘোষিত হলেও ফ্রয়েড পুনঃপাঠের সূত্রে ব্লুম বয়ানে লেখকের প্রত্যাবর্তনের পথ তৈরি করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এলিজাবেথ রাইট 'Psychoanalytic Criticism' বইতে কী লিখেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য : 'Most ingeniously, there is always an author-in-crisis, belated, wounded and mortal and there is always a prior plenitude of meaning to struggle against. Thus the author returns, but with a difference ... there is an author, but he is a pseudo-author ; there is a myth but it is grounded in psychology.'(১৯৮৫:১৫৫)! মনস্তত্ত্বে গ্রথিত যে ছদ্মলেখক, বয়ানে তাঁর প্রত্যাবর্তন সত্ত্বেও পূর্ব মহিমা অস্তমিত। অস্মিতা ও অধিসত্তার বহুমাত্রিক দ্বন্দ্বের ধুপছায়ায় ছদ্ম-লেখকসত্তার উপস্থিতিও আচ্ছন্ন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সাহিত্যিক পাঠকৃতি থেকে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে নেওয়া সম্ভব। যেমন—(গ্র্যাবিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, হোসেন সারামাগো, মিলান কুন্দেরা ও ওরহানের পামুক)। পুঁজিবাদ ও যৌনতার যুগপৎ অবাধ ও অবৈধ সঙ্গমে জন্ম নিয়েছে যে মনোবিকার, বিপর্যাস ও বিশৃঙ্খলা, তাতে আর যাই হোক আকাঙক্ষার মুক্তি ঘটেনি।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে বস্তুবিশ্ব থেকে ভাববিশ্বে পৌঁছানোর অজ্ঞাতপূর্ব পথ আবিষ্কৃত হল ফ্রয়েডীয় ভাবনা-পদ্ধতির অনুসরণে। বিশেষত বস্তুর বস্তুত্ব কীভাবে অন্তর্ভেদী অবচেতন পরিসরের উপস্থিতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা চিত্রকলায় খুবই

চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। কেবলমাত্র পরাবাস্তববাদে নয়, চিত্রকলার বিভিন্ন ভাবনা-প্রস্থানে এর সর্বাত্মক প্রভাব স্পষ্ট। আকাঙ্ক্ষার সামাজিক স্বভাব নিয়ে যাঁরা ভেবেছেন, তাঁদের কাছে অবশ্য ফ্রয়েডীয় ভাবনা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত প্রায় শতবর্ষ ধরে অব্যাহত রয়েছে বিতর্ক এবং বাদ-বিসম্বাদ। কিন্তু এতে কোনও সংশয় নেই যে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে-শিল্পকলায় ফ্রয়েড মানে শুধুই অবচেতন ও মনোবিকলন নয়; চিন্তার অচলায়তন থেকে নিষ্ক্রমণের পন্থাও। যখন কেউ ভাবেন যে সাহিত্যিক প্রতিবেদন মানে 'Vast topography of desire, rooms whose entrances and exits lead from one section to the next in unexpected ways, a continum of moving barriers' (এলিজাবেথ রাইট : ১৯৯৩; ১৭০), বিশ্লেষণের অন্বিষ্ট-পদ্ধতি-ভাবাদর্শগত নিষ্কর্ষ : সমস্তই আমূল পাল্টে যায়। সেই সঙ্গে মানবিকী বিদ্যার পরিসরও সম্প্রসারিত হয়। ফ্রয়েডীয় সর্বকামবাদ কঠোরভাবে সমালোচিত হলেও এতো অনস্বীকার্য যে অবচেতনার রাজপথ খুলে যাওয়াতে বিশ্লেষক ও বিশ্লেষিতব্যের দ্বান্দ্বিকতা হয়ে উঠেছে অন্তহীন। সেই সঙ্গে অবশ্য অবদমনের নিজস্ব জটিলতায় গ্রথিত সমঝোতা ও সমন্বয়ের প্রবণতাও অনিবার্য হতে দেখি। অভিসত্তা-অস্মিতা-অধিসত্তার নিয়ত সঞ্চরমান অন্তর্বয়ন তেমনই ভাবিয়েছে টেরি ঈগলটনের মতো মার্ক্সীয় ভাবনায় পরিশীলিত চিন্তাবিদকেও : 'The ego is a pitiable, precarious entity battered by the external world, scourged by the cruel upbraidings of the super-ego, plagued by the greedy, insatiable demands of the id.' (১৯৯৫ : ১৬১)।

এই প্রতিবেদন এবার বরং সমে ফিরে আসুক। ফ্রয়েডের চিন্তাপ্রণালী কি উৎকটভাবে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক? তিনি কি মূলত প্রতিভাবাদর্শের মুখপাত্র? নিতান্ত ব্যক্তিগত স্তরের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও কারণগুলিকে তিনি কি সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও কারণসমূহের বিকল্প হিসেবে তুলে ধরেছেন? তাছাড়া ঐ সব সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপাদানকে কীভাবে অবচেতনার সঙ্গে গ্রথিত করা যাবে— সে বিষয়ে কি সর্বজনমান্য সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব? মনোবিকলনবাদী যুক্তিশৃঙ্খলা কি প্রবলভাবে পিতৃতান্ত্রিক ধারণায় নিহিত নয়? ফ্রয়েডের পরে য়ুঙ্গ ও লাকাঁ যেভাবে অবচেতনার প্রতীতিতে মাত্রান্তর এনে দিয়েছেন এবং সমান্তরালভাবে মিশেল ফুকোর 'যৌনতার ইতিহাস' (৩খণ্ড) কিংবা দেলেউজ ও গুয়াত্তারি-র 'অ্যান্টি-ঈডিপাস' এর মধ্য দিয়ে ফ্রয়েডোত্তর ভাবনাপদ্ধতি শিখর থেকে শিখরান্তরে পৌঁছেছে, তাতে সাহিত্য-শিল্পের প্রতীতিও নিরন্তর পুনর্নির্মিত হয়ে চলেছে। ফ্রয়েডকে কিন্তু কোনোভাবেই প্রত্যাখ্যান করা যাচ্ছে না পুরোপুরি। বরং তিনি আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন ভাষা-চেতনা অনুশীলনের অবাধ অগাধ পরিসরে। আর, টেরি ঈগলটনের বাচনে আমরা ভাবতে পারছি : 'Meaning is always in some sense an approximation, a near miss, a part failure, mixing non-sense and non-communication into sense and dialogue. We can certainly never articulate the truth in some pure unmediated way.' (১৯৯৫ : ১৬৯)! হ্যাঁ, সাহিত্যের সত্য আজকের দীপায়ণোত্তর পৃথিবীতেও ফ্রয়েডকে খুঁজে চলেছে।